সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজিঃ নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৬তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা ❑ পৌষ-১৪২৯, ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০২২-২৩ ❑ পৃষ্ঠা ৮

পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায় মতবিনিময় ... ২

কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও উত্তরণে করণীয় শীর্ষক ... ৩

কোথাও এক ইঞ্চি জমি ফাঁকা রাখা হচ্ছে না ... ৪

খাদ্য সংকট থেকে বাঁচতে হলে উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই... ৫

আধুনিক জ্ঞান প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট কৃষি গড়ে তোলার আহ্বান –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

আধুনিক জ্ঞান প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট কৃষি গড়ে তোলার জন্য কৃষিবিদদের আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, দেশে সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটেছে কৃষিতে। স্বাধীনতার পর যেখানে ১ কোটি ১০ লাখ টন চাল উৎপাদন হতো, সেখানে এখন তা ৪ কোটি ৪ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। গম, ভুট্টা, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনেও এসেছে ব্যাপক সাফল্য। এই সাফল্যের নায়ক হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর কারিগর হলেন দেশের কৃষিবিদ ও কৃষকেরা।

২৭ ডিসেম্বর ২২ মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে কেআইবি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে সবচেয়ে কম পরিমাণ চাল আমদানি হয়েছে,তারপরও কোন রকম খাদ্য সংকট হয়নি। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভাল বলেই সংকট দেখা দেয়নি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রাজধানীর খামারবাড়িতে কেআইবি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

ব্রয়লার মুরগির মাংস নিরাপদ এবং এতে জনস্বাস্থ্যের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে গবেষণার ফলাফল নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

ব্রয়লার মুরগির মাংস একটি নিরাপদ খাদ্য এবং ব্রয়লার মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই। ব্রয়লার মুরগির মাংস খাওয়া নিরাপদ কি না, এ বিষয়ক গবেষণায় এসব ফলাফল পাওয়া যায়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ও উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অধীনে গবেষণাটি গত জানুয়ারি-জুন ২০২২ খ্রিঃ সময়ে পরিচালিত হয়েছে। *এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১*

কৃষি উৎপাদনের কারণেই দেশ অনেকটা স্বস্তিতে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সচিবালয়ে সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, কৃষি উৎপাদনের সাফল্যের কারণেই করোনা পরিস্থিতি, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধসহ নানান বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশ অনেকটা স্বস্তিতে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভাল হয়েছে বলেই দেশে সবচেয়ে কম পরিমাণ চাল আমদানি হওয়ার পরও কোন রকম খাদ্য সংকট হয়নি। এই সময়ে পেঁয়াজের উৎপাদন বেড়েছে, এটি নিয়ে এখন আমরা স্বস্তিতে আছি। আমরা তিন বছরের *এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*

সমলয় পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহারে লাভবান হবেন কৃষকরা

কৃষি মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী বলেন 'সমলয়' চাষ একটি নতুন পদ্ধতি। সমলয় পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার সহজতর ও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ধান চাষে সময়, শ্রম ও খরচ কম লাগবে তেমনি উৎপাদনও হবে বেশি। এতে লাভবান হবেন কৃষকরা। ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট এর আয়োজনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ভাদেশ্বরে সমলয় চাষে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ট্রেতে বীজ

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

বপন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট এর জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ আনিছুজ্জামান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি)। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. মাশরেফুল আলম সুধীজনদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্যে বলেন উপজেলা কৃষি অফিস হতে সমলয় চাষভুক্ত কৃষকদের ব্রিধান৯২ জাতের ৭৫০ কেজি বীজধান সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে ধান আবাদ করতে হলে চারা তৈরি করতে হয় ট্রেতে। ট্রেতে চারা উৎপাদনে জমির অপচয় কম হয়। রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চারা একই গভীরতায় সমানভাবে লাগানো যায়। কৃষক তার ফসল একত্রে মাঠ থেকে ঘরে তুলতে পারে। একসঙ্গে রোপণ করায় সব ধান পাকবেও একই সময়ে। তখন ধান কাটার মেশিন দিয়ে একই সঙ্গে সব ধান কর্তন ও মাড়াই করা যাবে। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক-কৃষাণি প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। *মো: জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট*

খাদ্য সংকট থেকে বাঁচতে হলে উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে কৃষি তথ্য সার্ভিস আঞ্চলিক অফিস ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত "এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না-থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুশাসন বাস্তবায়নে করনীয়" শীর্ষক সেমিনার ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালায়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ফুড, ফিড, ফার্টিলাইজার, ফুয়েল, ফিন্যান্স (৫F) নিয়ে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে করেই হোক যতটুকু জমি আছে তার প্রতি ইঞ্চি ব্যবহার করে আমাদের খাদ্য উৎপাদন করতেই হবে। ২০২২ সালে সরকার ৪০ হাজার কোটি টাকা কৃষি প্রণোদনা দিয়েছে। যে ইউরিয়া সার কৃষক ২২ টাকা দিয়ে পাচ্ছে তা সরকারকে অবস্থার পরিপেক্ষিতে ৮৬-১০৪ টাকা দিয়েও কিনতে হয়েছে। সুতরাং খাদ্য সংকট থেকে বাঁচতে হলে উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। আর এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায় মতবিনিময় ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর ও ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় ও কৃষক সমাবেশ গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ রোজ শুক্রবার পাবনার ফরিদপুর উপজেলায় দেওভোগ দক্ষিণপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

তিনি বক্তব্যে বলেন বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ কৃষি সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারি ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্র, সার ও বীজ এ ভর্তুকি প্রদান, প্রনোদনা প্রদান করছেন। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপ "এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না" উল্লেখ্য, সকল কৃষকদের অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে অনুরোধ জানান। উক্ত গ্রামে তিনি সুইচ গেট স্থাপনের জন্য বিএডিসিকে অবহিত করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরের মহাপরিচালক জনাব ড. দেবাশীষ সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসহ ফরিদপুর উপজেলায় সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কৃষক-কৃষাণি প্রমুখ। উল্লেখ্য, এই উপজেলায় বর্তমান জমিতে চাষ হওয়া সরিষার জাত টরি-৭ এবং এর চেয়ে উন্নত জাত বিনা সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪ চাষাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মো. আসাদুল্লাহ, কৃতসা, পাবনা

ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গবেষণা

শেষ পাতার পর

গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক সন্নিবদ্ধ জরুরি উল্লেখ করে প্রধান অতিথি বলেন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের প্রধান কাজ হচ্ছে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কৃষকের দোর গোড়ার পৌঁছে দেয়া। যে জাতের ফলন বেশী হয় ও জীবনকাল কম সেই জাতগুলো আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে। শুধু এ কাজ করলেই হবে না উদ্ভাবিত জাতগুলো মাঠ পর্যায়ে কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে ও কি কি সমস্যা, ফলন কেমন হচ্ছে, সময়কাল ঠিক আছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে সমস্যাগুলো সমাধান করে কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে ফরিদপুরের আর্দশ কৃষানী সাহিদা বেগমের মতো সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। কর্মশালায় যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের উপপরিচালকবৃন্দ, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাগণ, অতিরিক্ত উপপরিচালকগণ, কৃষি বিজ্ঞানীগণ, বিএডিসি, বরেন্দ্র, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি বিপনন, ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত কৃষক-কৃষাণীসহ মোট ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মো. আসাদুল্লাহ, কৃতসা, পাবনা

সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বিদায়ী কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলামকে বিদায়ী সবংর্ধনা ও যোগদানকৃত নতুন কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তারকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন (২৯ ডিসেম্বর ২০২২)। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও উত্তরণে করণীয় শীর্ষক সেমিনার ২০২৩ অনুষ্ঠিত

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, ময়মনসিংহের আয়োজনে ১০ জানুয়ারি ২০২৩ কৃষি তথ্য সার্ভিসের হল রুমেকৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও উত্তরণে করণীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিবিদ মো. আশরাফ উদ্দিন অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ এর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ, কৃষিবিদ সালমা আক্তার, ডিডি, ডিএই, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এস.এস. ফারহানা হোসেন, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ময়মনসিংহ। সেমিনারে ডিএই এর উপজেলা ও জেলা

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. আশরাফ উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক ডিএই, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ

অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. রমিজ উদ্দিন, প্রফেসর কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. মতিউজ্জামান, ডিডি, ডিএই, পর্যায়ের কর্মকর্তা, এসআরডিআই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, হট্রিকালচার সেন্টার, কৃষি বিপণন, অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাগণ ও এআইসিসি, সদস্যগণসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষি দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া বলেন কৃষি দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। পরিমিত সারের ব্যবহার, সমলয় চাষাবাদ, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য প্রচলিত জাত পরিবর্তন করে উন্নত জাত প্রতিস্থাপন, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ করার বিষয়ে পরামর্শ দেন । এছাড়াও সহজে কৃষি ঋন প্রাপ্তি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। ১২ জানুয়ারি ২০২৩ রাজশাহীর পবা উপজেলার আশ্রয় সম্মেলন কেন্দ্রে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনা শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: শামসুল ওয়াদুদ এবং বীজ প্রত্যয়ন এজন্সীর আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মো: শামীম আশরাফ। আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড এস এম. হাসানুজ্জামান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় একশত জন উপস্থিত ছিলেন।

মো. দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

পার্বত্য অঞ্চলে তুলা-ই হতে পারে তামাকের সবচেয়ে ভালো বিকল্প ফসল

তুলা উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি জোনের আয়োজনে ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তুলা গবেষণা, তুলা চাষ সম্প্রসারণ এবং বাজারজাতকরণের চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা বিষয়ক কর্মশালা-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন পার্বত্য এলাকায় অনেক পূর্ব থেকেই জুমে তুলা উৎপাদিত হতো। এখানকার তুলা উন্নয়ন বোর্ড সদর দপ্তর ঢাকার নির্বাহী পরিচালক কৃষিবিদ মো: আখতারুজ্জামানের-সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য এবং কৃষি কমিটির AvnŸqK অংসুই ছাইন চৌধুরী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: নাসিম হায়দার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ তপন কুমার পাল। উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তুলা উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি জোনের প্রধান তুলা উন্নয়ন

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী

আদিবাসীদের জীবন যাত্রায় তুলার ঐতিহ্য অংগাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার সম্ভাবনাময় অন্যান্য উচ্চমূল্যের উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলে লাভজনক তুলা চাষ সম্প্রসারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদও তুলা চাষিদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। এ অঞ্চলে ক্ষতিকর তামাকের পরিবর্তে তুলাই হতে পারে সবচেয়ে ভালো বিকল্প ফসল।

কর্মকর্তা পরেশ চন্দ্র চাকমা। কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক কীনোট পেপার এবং তুলা চাষের বাস্তবায়িত কার্যক্রম, চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন তুলা উন্নয়ন বোর্ড চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক নাছির উদ্দীন আহমেদ। কর্মশালায় রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, কৃষক-কৃষাণি, তুলা ব্যবসায়ী, মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ সংশ্লিষ্টরা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

আধুনিক জ্ঞান প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট

প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহুল আমিন তালুকদারের সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য শাজাহান খান, সংসদ সদস্য ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কোথাও এক ইঞ্চি জমি ফাঁকা রাখা হচ্ছে না

খুলনার রূপসা উপজেলায় মুজিববর্ষে ভূমিহীনদের প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহারের আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্থাপিত পারিবারিক পুষ্টি বাগান পরিদর্শন করছেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও কৃষিমন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোথাও এক ইঞ্চি জমি ফাঁকা রাখা হচ্ছে না। খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সকল প্রকার পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। কৃষক যাতে নির্বিঘ্নে ফসল উৎপাদন করতে পারে সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সার, বীজসহ কৃষি উপকরণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। তিনি ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ সকালে খুলনার রূপসা উপজেলায় মুজিব বর্ষে ভূমিহীনদের প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহারের আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্থাপিত পারিবারিক পুষ্টি বাগান পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

অতিরিক্ত সচিব আরো বলেন, কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে আবাদি জমির পাশাপাশি বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান গড়ে তুলতে সর্বাত্মক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কৃষি শ্রমিকের সংকট মোকাবিলায় উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি যন্ত্রপাতির ভূর্তুকীর পরিমাণ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক মোঃ হাফিজুর রহমান জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন, বিএডিসির যুগ্ম পরিচালক (সার) মোঃ লিয়াকত হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ) হাফিজ ফারুক, রূপসা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন, ক্লাইমেট স্মার্ট প্রকল্প পরিচালক শেখ ফজলুল হক মনি, জিকেবিএসপির উপপ্রকল্প পরিচালক তৌহিদীন ভূঁইয়া, উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ ফরিদুজ্জামান, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার শারমিনা শামিমসহ কৃষি বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে অতিরিক্ত সচিব তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার বিলে জমির সাŸWP ব্যবহারে জলাবদ্ধ এলাকায় স্থাপিত ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা ফসল চাষ পরিদর্শন করেন। *কৃষিবিদ শারমিনা শামিম, কৃতসা, খুলনা*

খাদ্য সংকট থেকে বাঁচতে হলে উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোহিত কুমার দে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধীকরণ তিনজন কর্মকর্তাকে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোহিত কুমার দে বলেন, বিশ্বব্যাপী নানা সমস্যার কারণে পুরো পৃথিবীতে খাদ্য সংকট দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খাদ্য সংকট মোকাবিলায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। এখন থেকেই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, শস্যপর্যায় বৃদ্ধি, অধিক ফলনশীল ফসলের জাত, খরা ও বন্যা সহনশীল জাত, স্বল্পজীবন কাল এবং রোগ প্রতিরোধী জাতের ফসলের চাষ বাস্তবায়ন করতে হবে। ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ রোজ মঙ্গলবার, ডিএই, কুমিল্লার উপপরিচালকের হলরুমে, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার আয়োজনে 'কুমিল্লা অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিরি বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযাগাযোগ) ড. শামীম আহমেদ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ডিএই, কুমিল্লার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মিজানুর রহমান। কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা অঞ্চলের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ মুশিউল ইসলাম।

পরে কুমিল্লা অঞ্চলে মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধিকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় ১৪২৮/২৯ বঙ্গাব্দে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর পক্ষ হতে কুমিল্লা অঞ্চলের তিনজনকে সম্মাননা প্রধান করা হয়। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া কসবা উপজেলার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ হাজেরা বেগম, কুমিল্লা মেঘনা উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ শাহে আলম, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ মহসিন মিজি।

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

২৮ ডিসেম্বর ২০২২ রোজ বুধবার গাজীপুর সদরের কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে প্রযুক্তির প্রচারের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাবেশে আঞ্চলিক কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা ২ ঘণ্টা ধরে প্রজেক্টরের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করেন।

অপর্না বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

২৪-২৫ ডিসেম্বর ২০২২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বগুড়া মসলা গবেষণা কেন্দ্রে বিজ্ঞানী সম্প্রসারণবিদদের সাথে মতবিনিময় ও গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন, মাঠদিবস, চারা বিতরণ, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবিহা পারভিন, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ঢাকা সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বেনজির আলম, বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. হোসনে আরা বেগম, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএসএমএস) প্রমুখ।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

বোরোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৭০ কোটি টাকার প্রণোদনা

বোরোর আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১৭০ কোটি টাকার প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। সারা দেশের ২৭ লাখ কৃষক এ প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে বীজ ও সার পাচ্ছেন।

তিনটি ধাপে বা ক্যাটাগরিতে দেয়া হচ্ছে এসব প্রণোদনা। হাইব্রিড ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৮২ কোটি টাকার প্রণোদনার আওতায় ১৫ লাখ কৃষকের প্রত্যেককে দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে ২ কেজি ধানবীজ। উচ্চফলনশীল জাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৭৩ কোটি টাকার প্রণোদনার আওতায় উপকারভোগী কৃষক ১২ লাখ। এতে একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে পাচ্ছেন।

এ ছাড়া, সমলয়ে বা কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুবিধার্থে একটি মাঠে একই সময়ে ধান লাগানো ও কাটার জন্য ১৫ কোটি টাকার প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। এর আওতায় ৬১টি জেলায় ১১০টি ব্লক বা প্রদর্শনী স্থাপিত হবে। প্রতিটি প্রদর্শনী হবে ৫০ একর জমিতে, খরচ হবে ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত থেকে এ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে এসব প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ প্রণোদনা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। (ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ২২)। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

ইংরেজি নববর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া সম্মননা স্মারক প্রদান করেন ঢাকা অঞ্চলের মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব শান্তনা রাণীকে । উল্লেখ্য, তিনি ১৪২৮/২৯ বঙ্গাব্দে সর্বোচ্চ কৃষিকথার গ্রাহক সংগ্রহ করেন (১৯ ডিসেম্বর ২০২২, বুধবার) । *কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা*

ব্রয়লার মুরগির মাংস নিরাপদ এবং এতে

প্রথম পাতার পর

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ব্রয়লার মুরগির মাংসে, হাড়ে এবং কম্পোজিটে মূলত দুইটি এন্টিবায়োটিক (অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ডক্সিসাইক্লিন) এবং ৩টি হেভি মেটালের (আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম ও লেড) সামান্য উপস্থিতি রয়েছে, যা অস্বাভাবিক নয় এবং তা সর্বোচ্চ সহনশীল সীমার অনেক নিচে। খামার এবং বাজারে প্রাপ্ত ব্রয়লার মাংসের চেয়ে সুপারশপের ব্রয়লার মাংসে এন্টিবায়োটিক এবং হেভি মেটাল এর পরিমাণ কম রয়েছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ১২ জানুয়ারি ২০২৩ বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন করে গবেষণার ফলাফল নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে ব্রয়লার মুরগি খুবই সম্ভাবনাময় একটি খাত। চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারলে দেশে যে পরিমাণ খামার ও অবকাঠামো রয়েছে, তার পুরোপুরি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেজন্য, মানুষের কাছে মুরগির মাংস জনপ্রিয় করতে হবে। এটি করতে পারলে একদিকে আমিষের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন সহজতর হবে। অন্যদিকে, ব্রয়লার মুরগির বাজার দ্রুত বিকশিত হবে, মুরগির মাংস প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা সম্ভব হবে।

এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, মৎস্য ও প্রাণিসচিব ড. নাহিদ রশীদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, প্রধান তথ্য অফিসার মো: শাহেনুর মিয়া এবং গবেষণা টিমের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

গোদাগাড়ীতে কৃষক পাচ্ছে সরকারি প্রণোদনা বাড়ছে বোরোর আবাদ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর)

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোদাগাড়ী, রাজশাহীর আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গোদাগাড়ীতে রবি/২০২২-২৩ মৌসুমে বোরো ধানের উচ্চফলনশীল (উফশী) ও হাইব্রিড জাতের ধান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। গোদাগাড়ী উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ জানে আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের নির্বাচিত মাননীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন গোদাগাড়ীর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ৫নং গোগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উপাধ্যক্ষ মো: মজিবর রহমান।

উল্লেখ্য, গোদাগাড়ি উপজেলায় ১৫ হাজার ৩০০ জন কৃষককে সরকারি এ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সুবিধাভোগী ৫১০০ জন কৃষককে উফশী জাতের বীজ ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১০২০০ জন কৃষককে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, কৃষান-কৃষাণি এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিসহ প্রায় প্রায় ১০০০ জন উপস্থিত ছিলেন ।

কৃষিবিদ মো. আবদুল্লা-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

কৃষি উৎপাদনের কারণেই দেশ অনেকটা

প্রথম পাতার পর

মধ্যে ভোজ্যতেলের চাহিদার ৪০ ভাগ দেশে উৎপাদন করতে কাজ করছি। এবছর দেশে সরিষার রেকর্ড আবাদ হয়েছে, এ লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হবে। ২৯ ডিসেম্বর ২২ বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলামকে বিদায়ী সবংর্ধনা ও যোগদানকৃত নতুন কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তারকে অভিনন্দন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

নবনিযুক্ত কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষি উৎপাদন ও উন্নয়নে যে অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেটিকে শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তাকে আরও বেগবান করতে কাজ করে যাব। এসময় মন্ত্রণালয়ের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

খাদ্য সংকট থেকে বাঁচতে হলে উৎপাদনের

দ্বিতীয় পাতার পর

যার যার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের কৃষিবিদ কে জে এম আব্দুল আউয়াল, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. সৈয়দ মো: রফিকুল আমিন,পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রাক্তন পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা। মূল প্রবন্ধের উপর আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ আফিয়া আক্তার, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা এবং কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, উপ-পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। জনাব ড.শামীম আহমেদ, উপ-পরিচালক(গণযোগাযোগ) কৃষি তথ্য সার্ভিসের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সূচনা হয়। এছাড়া ও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ কৃষি মন্ত্রণালয়

পুষ্টি কর্নার : গোলাপ জাম

গোলাপ জামে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ক্যারোটিন ও ভিটামিন 'সি' রয়েছে। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম গোলাপ জামে খনিজ পদার্থ ০.৫ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩৯ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ২৩.০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৫ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১৪১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৫৩ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। পাকা ফল ফল সৈন্ধব লবণে চটকিয়ে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা রাখার পর নির্গত রস পানির সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে পাতলা পায়খানা, অরুচি, বমিভাব নিরাময় হয়। গাছের ছাল ও পাতা বহুমূত্র রোগে উপকারী। বাংলাদেশে গোলাপ জামের কোনো অনুমোদিত জাত নেই। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিলেট, মৌলভীবাজার ও রাজশাহী এলাকায় গোলাপ জাম বেশি জন্মে। এটি সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত ফল হিসেবে বেশ জনপ্রিয়।

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেয়ার পর কেউ না খেয়ে থাকে না

খুলনাস্থ খামারবাড়ি চত্বরে ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেছেন, আগামীর কৃষি হবে আধুনিক কৃষি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে যে উপায়ে কৃষিকে আমরা এগিয়ে নিতে চাই ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রকল্পের মাধ্যমে তা দিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতির পিতার উক্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রতি ইঞ্চি জমিকে আবাদি পরিণত করার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, কলেজ-প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যেখানে পতিত জমি আছে সেখানে যে ধরণের ফসল হয় সেই ধরণের ফসল উৎপাদন করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেয়ার পর কেউ না খেয়ে থাকে না উল্লেখ করে অতিরিক্ত সচিব বলেন, আমাদের কৃষকেরা সজাগ রয়েছে। ছোট-খাটো অভিঘাতে তারা দমে যায় না বরং হাতের কাছে যা পায় তা দিয়ে কৃষিকে সচল রেখেছে। তিনি ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ দুপুরে খুলনাস্থ খামারবাড়ি চত্বরে তিন দিন ব্যাপী ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তবে এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ ফরিদুল হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হাফিজুর রহমান, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, সিসিএপি প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ শেখ ফজলুল হক মনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপপরিচালক (উপসচিব) সিফাত মেহনাজ ও ডিডিএলজি মোঃ ইউসুফ আলী। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস দৌলতপুর ও লবণচরা এ মেলার আয়োজন করে।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও সংযোজনে ভারতের

শেষ পাতার পর

করে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, তিনি দুদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সমঝোতা স্মারকের আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

এসময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ ও পাটবীজের জন্য ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, এবছর ভারতের মহারাষ্ট্র থেকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ এনে দেশে চাষ করে ভাল ফলন পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ, বীজ প্রযুক্তি, কাজুবাদাম, কফিসহ উন্নতজাতের জাত ও চারা সরবরাহ, এগ্রো প্রসেসিং, ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি এবং সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতা মোকাবেলা, মাদক ও মানব পাচার রোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন। মতবিনিময় সভায় কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব রুহুল আমিন তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ বার্তা
৪৬তম বর্ষ ◇ নবম সংখ্যা
◇ পৌষ-১৪২৯ বঙ্গাব্দ; ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দ

কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও সংযোজনে ভারতের সহযোগিতার আশ্বাস : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও সংযোজনে ভারতের সহযোগিতার আশ্বাস উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার কৃষিযন্ত্রে ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদান করছে। আগামীতে বাংলাদেশ প্রচুর কৃষিযন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে ভারতের কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনেক সুযোগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তাদের ফ্যাক্টরি স্থাপন করে স্থানীয়ভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও অ্যাসেম্বল এবং খুচরা যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে। ০৫ জানুয়ারি ২০২৩ বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে নিজের অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা জানান, ভারতের মাহিন্দ্রসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে বাংলাদেশে তাদের ফ্যাক্টরি স্থাপন করে স্থানীয়ভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও অ্যাসেম্বল এবং খুচরা যন্ত্রপাতি তৈরিতে বিনিয়োগ এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর সাথে মতবিনিময় করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা

ভোজ্যতেল আমদানী নির্ভরতা কমাতে ৩ বছর মেয়াদি রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি টাঙ্গাইলে ধনবাড়ি উপজেলায় উন্নত জাতের সরিষার মাঠ পরিদর্শন করেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দেশের ৫০ ভাগ তেল উৎপাদনের মাধ্যমে আমদানী নির্ভরতা কমাতে ৩ বছর মেয়াদী রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করে যাচ্চে বর্তমান সরকার। তিনি ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ টাঙ্গাইলে ধনবাড়ি উপজেলায় উন্নত জাতের সরিষার মাঠ পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন এবার সারা দেশে দিগুণ পরিমাণ সরিষা চাষ হয়েছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে দেশের ভোজ্য তেল আমদানীতে কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকায় সাশ্রয় সম্ভব হবে বলে জানান। এ সময়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক সন্নিবদ্ধ জরুরি

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরের উদ্যোগে বাংলাদেশ মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় মসলা ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণা- সম্প্রসারণ-কৃষক সন্নিবদ্ধ কর্মশালা ২২ ডিসেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। সভাপতিত্ব করেন ড. দেবাশীষ সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবিহা পারভীন, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়। ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গবেষণা এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd